টাইটেল

না

ভিক্ষার ঝুলি ?

(A FARCE IN TWO ACTS.)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

সন ১২৯৬।

[মূল্য ।০ আনা]

পুরুষ

মহেন্দ্রনাথ রায় … …	জমীদার।
জ্ঞানদাকিশোর … …	মহেন্দ্রেব বন্ধু।
নরহরি … … .	সরকার।
রমেশ … …	Provincial fundএর সরকার।
রামা … … …	চাকর।

একজন সরকার, একজন ব্রাহ্মণ, পোষ্টপেযাদা, তিনজন ছাত্র, দুইজন কনেষ্টেবল, শিশুদ্বয়।

স্ত্রী

কমলমনি … …	মহেন্দ্রের মাতা।
রাজরাণী … …	মহেন্দ্রের স্ত্রী।

দাসী

একজন স্ত্রীলোক।

টাইটেল

না

ভিক্ষার ঝুলি?

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মহেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা।

মহেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদাকিশোর।

জ্ঞানদা। তার আর সন্দেহ কি? আমার মতে বৃথা অর্থব্যয় না করে, যাতে দেশেব উপকার হয়, তাহার চেষ্টা করুন, যাতে দীন দুঃখী নিত্য আহার পায় তার জন্য একটা অতিথশালা করে দিন।

মহেন্দ্র। আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তাতে আমার নাম হ'বে না, লোকে বল্‌বে সেই old fool এর ছেলে একটা অতিথ-শালা করেছে। তোমার কি ইচ্ছা যে আমি এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েও আমার নামের পরিবর্ত্তে সেই fool এর নাম দেশে বিদেশে প্রচার হয়?

জ্ঞানদা। তাই করাই ভাল, কেন না তাতে তোমার ও তোমার স্বর্গীয় পিতার নাম চিরস্মরণীয় হবে। তুমি পুত্রের কার্য্য কর—তোমার পিতার নাম বজায় রাখ্‌তে চেষ্টা কর।

মহেন্দ্র। জ্ঞানদা বাবু! তুমি সে old foolএর নাম আর আমার সাম্‌নে কর না। যে বহুকাল বেঁচে থাকায় আমার প্রায় সমস্ত আশাই মনে মনে লয় পেয়েগেছে, তার নাম commemorate করবার জন্য আমি এক পয়সা ও ব্যয় কর্ত্তে রাজি নহি। আমি ঐ জন্যই তার মৃত্যুর পর কেবল একটা mourning dress মাত্র পরেছিলাম; শ্রাদ্ধে কিছুমাত্রও ব্যয় করি নাই।

জ্ঞানদা। তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও ধনশালী; তুমি একটু বিবেচনা করে দেখ্‌লে বোধ হয় বুঝ্‌তে পারবে যে, তোমার ন্যায় লোকের পক্ষে সেটা বড়ই অন্যায় কার্য্য হয়েছে। লোকে পুত্র কামনা করে, কেন না, পুত্রের দ্বারা পিতা মাতার নাম ও কীর্ত্তি অক্ষয় থাক্‌বে বলে। সেই পুত্র হ'তেই যদি বংশের নাম লোপ হয় তা'হলে সে বংশধরের বেঁচে থাক্‌বার প্রয়োজন কি?

মহেন্দ্র। জ্ঞানদা বাবু! তোমাকে earnestly request কচ্চি, তুমি. সেই old fool ও তাহার better-halfএর নাম আর আমার সম্মুখে করো না; আমি তাদের নাম শুনলেই temper lose করি। তুমি যে বল্লে তাদের নাম আমায় commemorate কত্তে হবে সেটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল।

জ্ঞানদা বাবু! তুমি জান that the world is moving on its own groove. সেই fool, যদি নিজের exertionএ, কিছু না করে থাকে বা করবার চেষ্টা করে থাকে, তবে আমার সে বিষয়ে চেষ্টা করা কোন মতেই উচিত নহে। Man being reasonable must try to cut a figure for himself.

জ্ঞানদা। সত্য, কিন্তু পুত্র হতে পিতার কি হল?

মহেন্দ্র। কেন? তাহার বহুকষ্ট সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যয় হবে।

জ্ঞানদা। কিসে?

মহেন্দ্র। তার উপায়ও স্থির করেছি; সে উপায়ে তুমিই আমার প্রধান সহায়।

জ্ঞানদা। আমার সহায়তা, কিরূপে?

মহেন্দ্র। বুদ্ধিতে।

জ্ঞানদা। তোমার যদি উপকার হয় আমি তাতে প্রস্তুত আছি। এখন বল সে উপায়টা কি?

মহেন্দ্র। উপায় Title পাওয়া Levee তে যাওয়া, Ball and Supper এ হাওয়ার ন্যায় মেমদিগের সঙ্গে নৃত্য করা।

জ্ঞানদা। তাতে আমার সাহায্যের প্রয়োজন?

মহেন্দ্র। এই দেহ বুদ্ধি ভিন্ন জড়প্রকৃতি মাত্র; তুমিই আমার বুদ্ধি, সুতরাং তোমার সহায়তা আমার আগে প্রয়োজন।

জ্ঞানদা। নাম কেনবার জন্য এত ব্যস্ত, ছিঃ ছিঃ, সেটা অতি নীচ অন্তঃকরণের কায। নাম আপনি দেশে বিদেশে, দশজনের মুখে প্রচার হ'বে, তার জন্য চেষ্টা করবার কোন প্রয়োজন নাই।

মহেন্দ্র। তুমি বল কি জ্ঞানদা বাবু! নামের জন্য যে না চেষ্টা করে, হয় তার অর্থ নাই, আর না হয় তার বুদ্ধি নিতান্ত কম। যে নিতান্ত অক্ষম সে ধারক'রেও আপনার নাম জাহির কত্তে চায়, যার ক্ষমতা আছে, তোমার মতে সেও কি চেষ্টা করবে না? কথায় বলে "স্বনামো পুরুষোধন্য"। আমি সেই নামের জন্য যথা সর্ব্বস্ব দিতে পারি তা জান?

জ্ঞানদা। তোমার পিতার শ্রাদ্ধে প্রজাপীড়ন করে যে টাকা আদায় কল্লে তা কিনা একটা memorial fundএ দিয়েই শেষ হল। পিতার প্রেতকার্য্য কিছুই কল্লে না।

মহেন্দ্র। তা, তা old fool মরেছে আপদ চুকেছে, তার আবার প্রেত কার্য্য কি? লোক খাইয়ে নাম কেনা, তার অপেক্ষা ভাল নাম আমার হয়েছে; দেশে যত ইংরাজি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র আছে সকলেই আমার সেই দানের জন্য প্রশংসা করেছে, সাহেব মহলে আমার প্রতিপত্তি দিন দিন কত বাড়ছে তা বলা যায় না।

জ্ঞানদা। এই জন্যই আমাদের সর্ব্বনাশ হচ্চে।

মহেন্দ্র। সর্ব্বনাশ কিসে? ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়েছি মাত্র।

জ্ঞানদা। আপনার যথা সর্ব্বস্ব না কি?

মহেন্দ্র। তা না হ'লে আর দান কি?

জ্ঞানদা। এ দানে পুণ্য নাই, এ দান নিষ্কাম নহে।

মহেন্দ্র। নিষ্কাম নহে কিসে? আমি ত আয়ু দাও, যশ দাও বলে কিছু চাই নাই, আমি যা ইচ্ছা করি তাই চেয়েছি।

জ্ঞানদা। নিষ্কাম দানে কামনা নাই, তাতে টাইটেল নাই, তাতে K. C. S. I., C. S. I, Rai Bahadur, Sir Raja, Khan Bahadur নাই।

মহেন্দ্র। আমার সে দানে প্রয়োজন নাই।

জ্ঞানদা। তবে দান বলো না।

মহেন্দ্র। হাতে করে দিলুম, তবু দান বলব না, কি আশ্চর্য্য!

জ্ঞানদা। তোমার কি উচিত এরূপে অর্থ ব্যয় করা?

মহেন্দ্র। কিরূপে অর্থ ব্যয় করবো?

জ্ঞানদা। যাতে দেশের উপকার হয়, যাতে সাধারণের উপকার হয় তাই কর, দশ মুখে তোমার সুখ্যাতি হ'বে।

মহেন্দ্র। বেওয়ারিশ অসভ্যদেশের জন্য কোন কায করা on principle উচিত নহে; আর যে সুখ্যাতির কথা বল্লে সেত আমার ironsafe এ আছে, আর Bengal Bank জানে। আমার আবার সুখ্যাতির প্রয়োজন কি? যে ধনে ধনকুবের তার আবার সুখ্যাতির প্রয়োজন? আমি যা চাই তার চেষ্টা করবো। চাই Title সেই Title এর জন্য

আমার যত অর্থব্যয় হয় তা কর্ত্তেও প্রস্তুত আছি। Title ছাড়া নাম, লক্ষ্মীশূন্য গৃহ আর পাখী-শূন্য খাঁচা, এ তিনই সমান।

জ্ঞানদা। তোমার পিতৃ পিতামহের কত টাইটেল ছিল ভাই?

মহেন্দ্র। তখন Title ছিল না, আর তারা মূর্খ ছিল বলেই কি আমাকেও মূর্খ হ'তে হবে?

জ্ঞানদা। তাঁরা আর মূর্খ কিসে? তাঁদের দয়া ছিল, ধর্ম্ম ছিল, তাদের নামের আগে Title না থেকেও তাঁহারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

মহেন্দ্র। সে টা তোমাব ভুল। তুমি সাহেব মহলে বা সংবাদ-পত্র-সম্পাদক মহলে সেই fools দের নাম কর, আর আমার নাম কর, দেখ কাকে সেই মহাজনেরা চিন্‌তে পারেন।

জ্ঞানদা। তুমি দীন দুঃখীদের কাছে তোমার নাম কর, আর তোমার পূর্ব্বপুরুষদের নাম কর, দেখ কাকে তারা চিন্‌তে পারে? তারা সকলেই বোধ হয় বল্‌বে যে দীনেন্দ্র-নাথ বড় দয়াশীল লোক ছিলেন। মহেন্দ্র বাবু! ও আশা ত্যাগ কর, আমার কথা শোন।

[দুইটি শিশুর সহিত একজন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোকের প্রবেশ।]

শিশুদ্বয়। বাবু মহাশয়! অমরা অতি গরীব, আমা-

দের খাবার পরবার কিছু নাই আমরা খেতে পাই না—আমাদের কিছু ভিক্ষে দাও।

মহেন্দ্র। এখানে কিছু হবে না।

শিশুদ্বয়। বাবু মহাশয়' আমরা অতি দুঃখী, আমাদের মা দুদিন খায় নি, আমাদের কিছু খেতে দাও।

মহেন্দ্র। এখানে কিছু হবে না।

জ্ঞানদা। মহেন্দ্র বাবু' গরীবদের কিছু দিন না ?

মহেন্দ্র। তুমি ক্ষেপেছ না কি, জ্ঞানদা বাবু! ওদের মা রয়েছে চাকুরী করুক না, ভিক্ষে কেন ? আরও ওদের দেওয়ায় বিশেষ লাভ কি ? কখন, কাগজে ছাপাও হ'বে না, বা আমি যে দিয়েছি কেউ জান্তেও পারবে না।

জ্ঞানদা। যদি তাই উদ্দেশ্য হয় আমিই না হয় লিখে পাঠিয়ে দেব।

মহেন্দ্র। তাতে ফল কি ? সে যে, লোকে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে যে, আমার কোন বন্ধু লিখে পাঠিয়েদিয়েছে। সে সব গোলমালের প্রয়োজন কি ? না দেওয়াই ভাল।

১ম শিশু। বাবু মহাশয়! আজ আমাদের ভিক্ষে না পেলে—

মহেন্দ্র। আরে গেল, তবু গোলমাল কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে, আরে কৈ হায় ইন্ লোককো নিকাল দেও।

স্ত্রীলোক। বাবা! পেটের দায়ে, লজ্জা সরম ত্যাগ করে আপনার কাছে ভিক্ষেকত্তে এসেছি, তাড়িয়ে দিতে হবে না, আমরা আপনারাই যাচ্চি। হা ভগবান্! দুঃখীর কষ্ট

ধনীলোক বুঝে না, এই দুঃখ। (শিশুদ্বয়ের প্রতি) আয় বাবা! আয়।

(শিশুদ্বয় ও স্ত্রীলোকের প্রস্থান।)

মহেন্দ্র। বেলাও অনেক হয়েছে জ্ঞানদা বাবু! চলুন আমরাও যাই।

জ্ঞানদা। হাঁ চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহেন্দ্রনাথের শয়ন ঘর।

মহেন্দ্রনাথ ও রাজরাণী।

মহেন্দ্র। তুমি রাণী আমি রাজা; ব্যাস্ বাজী মাৎ।

রাজরাণী। বাজী মাৎ কার, তোমার না আমার? তুমি হালি রাজা, আমি বারমেসে রাণী; তুমি কোম্পানির রাজা, আমি পরমেশ্বরের রাণী; তুমি টাকায়, আমি জন্মে অবধি, বল দেখি বাজী মাৎ কার, তোমার না আমার?

মহেন্দ্র। যাই হ'ক, আমার অনেক দিনের আশাপূর্ণ হয়েছে, I have half gained my object.

রাজরাণী। শুনেছি নাকি এর জন্য অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে?

মহেন্দ্র। হাঁ, তুমি কার মুখে শুন্‌লে?

রাজরাণী। লোকের মুখে। এই টাইটেলের জন্য তুমি নাকি সমস্ত বিষয় বিক্রী করেছ?

মহেন্দ্র। অনেক ব্যয় হয়েছে বটে।

রাজরাণী। তোমার বিষয় তুমি যা ইচ্ছে কর্ত্তে পার, তাতে আমার কোন কথা বলবার অধিকার নাই, কিন্তু, আমার এক মিনতি, তুমি তোমার মার সহিত ওরূপ ব্যবহার করো না। ছেলের ওরূপ ব্যবহার দেখ্‌লে, মার প্রাণে কত কষ্ট হয়, তা মা ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পারে না। তুমি আমার দেবতা, আমি দেবতার কাছে এই ভিক্ষা চাচ্চি অনুগ্রহ করে ইহাই আমায় দাও।

মহেন্দ্র। যদি আমাকে যন্ত্রণা দেওয়াই তোমার মত হয়, তবে সেই shrivelled lifeless form এর কথা আর তুলো না।

রাজরাণী। মার কথা শুন্‌লে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে আর আমি তোমার কাছে তাঁর কথা তুল্‌বো না, কিন্তু তোমার জন্য তাঁর কষ্ট দেখ্‌লে আমার চোক্‌ফেটে জল পড়ে। আমি তাঁকে কত যত্ন করি, কিন্তু তাতে তাঁর মন ভুল্‌বে কেন? তুমি ছেলে হ'য়ে যখন অত অনাদর কর, তখন আমার যত্নে তাঁর মন সম্পূর্ণ শান্ত হ'বে কেন?

মহেন্দ্র। আবার তোমার ঐ কথা।

রাজরাণী। আর আমি বল্‌বো না; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন প্রাণীকে কষ্ট পেতে দেখ্‌লে কার প্রাণে কষ্ট না হয়?

মহেন্দ্র। তোমার কষ্ট হয়ে থাকে তুমি সে কষ্ট দূর করগে, আমার কাছে সে কথা বল্‌বার তোমার কিছু দরকার নাই।

রাজরাণী। তুমি বোধ হয় কখন কারো কষ্ট দেখে কাঁদ নাই, বা নিজেও কখন কষ্ট পাওনাই, তাই তুমি পরের কষ্ট বুঝতে পার না।

মহেন্দ্র। পরের কষ্ট আমার বুঝে কাজ নাই; আমি রাজা হব; একথা শুনে তুমি কত আহ্লাদ করবে, আমি তাই দেখতে এলাম, তা নয় সেই বুড়ীর কথা একশবার বল্‌তে আরম্ভ কল্লে।

রাজরাণী। স্বামী রাজা হ'বে, এতে স্ত্রীর যত আহ্লাদ, ছেলে রাজা হ'বে শুন্‌লে মার তার অপেক্ষা কত আহ্লাদ হয়? কিন্তু কৈ, তুমি তোমার মাকে ত একবারও এ কথা বল নাই। যাই, আমি তাঁকে বলে আসি।

মহেন্দ্র। যেওনা, তার কিছু দরকার নাই। স্ত্রীলোকের স্বামী দেবতা, আর স্বামীর স্ত্রীই লক্ষ্মী, এই দুই ঠিক থাকলেই হ'ল।

রাজরাণী। (স্বগতঃ) মা খেয়েছেন কি না দেখা হয় নাই, যদি না খেয়ে থাকেন তবে কোন মতে তাঁকে খাওয়াতে হবেই। (প্রকাশ্যে।) আমি একটা কাজ ভুলে এসেছি; একবার দেখে আসি।

(প্রস্থান।)

মহেন্দ্র। কবি ঠিক বলেছে—a mind is a minister to itself can make heaven a hell, hell a heaven. আমার ও তাই; এই টাইটেলের জন্য সময়ে সময়ে আমার মনের পূর্ণবিকার উপস্থিত হত, কিন্তু এখন সেই মনে নিত্য স্বর্গীয় শোভা দেখ্‌তে পাচ্চি; আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। যখন Title পাব, যখন তার টাকা দিয়ে তা ব্যবহার কর্ত্তে আরম্ভ কর্‌বো, তখন মনের ভিতর বোধ হয় নিত্য নন্দন-কানন ফুটে থাক্‌বে; আমার কত সুখ হ'বে তা বলতে পারিনি। কে বলে হৃদয় অশান্তির আগার? তাদের বড় ভুল—বড় ভুল বড় ভুল। I am a living example যাইহক, শীঘ্র শীঘ্র একটা উপায় কর্ত্তে হ'বে। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) এখনই আমার যাওয়া উচিত Birth day Honours এর list বেরুবার সময়ও হয়েছে, একবার press এ খবর নিইগে। কোথায় গেল, না বলে যাওয়াটা কি ভাল হয়? না, বলে যেতে হ'বে, বৈ কি, তা না হ'লে courtsey থাকে কৈ? (উচ্চৈস্বরে।) ওগো! কৈ কোথা গেলে, আমি একবার দেখে আসি, আমার সেইটা কত দূর।

(প্রস্থান।)

[দাসী ও রাজরাণীর প্রবেশ।]

রাজরাণী। ঝি দেখে আয়ত, উনি কোথা গেলেন?

দাসী। ক্যা জানে মা, কর্ত্তা পাগ্‌লা কুকুরের মত ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে। হেগা বৌদিদি-বাবু! এ কেন গা?

রাজরাণী। ওরে কর্ত্তা রাজা হবে।

দাসী। হে গা, ওঁর মাতায় বুঝি ছাতিনক্ষত্রের, মর ঐ যে কি বলে, কি নক্ষত্রের জল পড়েছে? হেগা কবে পড়লো গা?

রাজরাণী। তা নয় তা নয়।

দাসী। তবে কি গা? তবে নাকি স্থধু স্থধু হয়?

রাজরাণী। তা নয় উনি রাজা খেতাব পাবেন।

দাসী। কেমন করে গা?

রাজরাণী। টাকা খরচ করে। যে অনেক টাকা খরচ করে তাকে কোম্পানি খেতাব দেয়।

দাসী। বুঝিচি আমাদের দেশে একঘর কায়েত আছে তাদের খেতাব মজুমদার, এ বুঝি তাই?

রাজরাণী। এ মজুমদার নহে, রাজা।

দাসী। ওমা তাই; তাই বুঝি এখন শুনেছি যে সে রাজা হচ্চে। যার পয়সা সেই রাজা, তা আর বল্‌তে হবে কেন? ভগবানই তাকেত রাজা করেছে, তা না হ'লে অত টাকা হ'বে কেন?

রাজরাণী। চল ঝি! মা শুয়েছেন কি না একবার দেখে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মহেন্দ্রনাথের দপ্তরখানা।

খাতা লইয়া নরহরি উপবিষ্ট।

নরহরি। তবিলে ত একটিও পয়সা নাই এখন কি করি, কিছুই ত বুঝতে পাচ্চিনি। অতিদানে বলী-রাজার সর্ব্বশান্ত হয়েছিল, আমাদের বাবুরও তাই হবে দেখ্‌চি। চাঁদা দিয়ে জমীদারী গেছে, বাগান গেছে, বাড়ীও যায় যায় হয়েছে, তবু চাঁদা দেওয়া গেল না। আর হিসেব পত্রই বা রাখ্‌বো কি ? যার জমা নাই তার ত সবই খরচ ; তার আবার হিসেব কি ? আমি গতিক ত কিছু বুঝতে পাচ্চিনি, দেনা দেওয়া নাই, পাওনাদারের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হচ্চেন, কিন্তু চাঁদার খাতা সাম্‌নে এলেই দুচার হাজার দেওয়া আছে। তবিলে টাকা নাই গহনা বন্ধক দাও, বাড়ীর পাট্টা রেখে টাকা নিয়ে এস ; এ করেও নাম চাই। বলিহারি কলিকাল। দূরহক্ আমিই বা ভেবে কি করবো যার বিষয়, যার টাকা, সে যদি ভাবে তবে কাজ হয়। আজ অমুক জায়গায় বিবির নাচ হবে, তার পোষাক কর, কাল টাউন হলে বড় সভা হবে চাঁদা দশ হাজার ঠাকা দাও। দূর হক্ যার মাথা, তারই মাথা ব্যথা হউক আমি কেন কষ্ট পাই। ওরে রামা তামাক দেযা।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

[দাসীর প্রবেশ।]

দাসী। বলি হেঁগা সরকার মশাই! আমরা কি আর মেইনে পাব না? বছর ত দুবার ঘুরে এল, তবু কি তোমার আমাদের মেইনে দিতে মনকে হয় না?

নরহরি। সুন্দুরি! টাকা থাক্‌লে কি আর তোমাকে মাইনে দিইনি; তবিলে একটি পয়সাও নাই কোথা থেকে মাইনে দেব।

দাসী। ওমা কি বলোগা, বাবুর এমন লক্ষীমন্ত ঘর, এখানে আবার নাকি টাকা নেই।

নরহরি। সেকাল আর নাই; আর মাইনে টাইনে পাবিনি এখন চাঁদার খাতা খুলে বাবুর সামনে ধরতে পারিস তবেই কিছু পাস্ নইলে আর বড় হচ্চে না।

দাসী। সে কি বল গা। চাঁদা আবার কি?

নরহরি। ভিক্ষে।

দাসী। ওমা ছিঃ আমরা গেরস্ত ঘরের বৌ ঝি আমরা কি পথে পথে ভিক্ষে কত্তে পারি। ছিঃ ছিঃ ওমা তা হ'লে মুখ দেখাব কেমন করে?

নরহরি। তা না কল্লেও আর উপায় নাই। বাবু কত টাকা দিয়েছে এই দ্যাখ্।

দাসী। তা ভাগ্‌গিমন্ত মানুষ গরীবকে দেবে না ত কাকে দেবে? শুনেছি বাবুর কর্ত্তারাও খুব দাতা ছিল।

নরহরি। সে এক কাল আর এ এক কাল।

দাসী। আহা বড় ঘর গরীব পোষে বইকি ?

নরহরি। বাড়ী ঘর বিক্রী করে নাকি ?

[মহেন্দ্রনাথের প্রবেশ।]

মহেন্দ্র। নরহরি—

নরহরি। আজ্ঞে।

(দাসীর প্রস্থান।)

মহেন্দ্র। তবিলে কত টাকা আছে ?

নরহরি। আজ্ঞে এক পয়সাও নাই। গিন্নিমা একটি টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন তাও দিতে পারিনি।

মহেন্দ্র। তা বেস করেছে। তবিলে কি কিছুই নাই। তবে উপায় ?

নরহরি। আজ্ঞে কিসের ?

মহেন্দ্র। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) পাঁচ ছয় হাজার টাকা আমার বড় দরকার, তার উপায় কি করি বল দেখি ?

নরহরি। আজ্ঞে।

মহেন্দ্র। এককাজ কর, আমার আল্মারীর এই চাবি নাও, তাহার ভেতর বাড়ীর পাট্টা খানা আছে, সেই খানা রেখে শেঠেদের বাড়ী থেকে হাজার সাতেক টাকা আনো দেখি, বলো লেখা পড়া বাবু যা হয় পরে করে দেবেন।

নরহরি। যে আজ্ঞে।

চাবি লইয়া নরহরির গমনোদ্যত।

মহেন্দ্র। নরহরি! গহনা কি আর কিছুই নাই।

নরহরি। বাড়ীতে সোণার নামও বোধ হয় নাই, তবে মাঠাকুরুণের কাছে যদি কিছু থাকে।

মহেন্দ্র। আঃ তুমি ওর নাম করনা, আচ্ছা তুমি যাও। দেখ, আমার বহুকালের আশা বোধ হয় এত দিনে পূর্ণ হ'ল।

নরহরি। আজ্ঞে কিরূপে?

মহেন্দ্র। আমি শীঘ্র রাজা হ'ব।

নরহরি। আজ্ঞে কোথাকার?

মহেন্দ্র। এইখান কার।

নরহরি। এইখান কার রাজা ত কোম্পানি?

মহেন্দ্র। সে তুমি বুঝতে পারবে না—তার জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন আর কিছু চাঁদা দিতে হ'বে।

নরহরি। মহাশয় রাজা হ'বেন তার টাকা কেন? আমরা ত জানি রাজা হ'লে জাইগীর পায়, জমীদারী পায় আয় বেশী হয়, তবে আপনার টাকার দরকার কি?

মহেন্দ্র। এখনকার নূতন ধরণের রাজা। এখন টাকা না খরচ কল্লে কিছুই হয় না, জান ত।

নরহরি। বড় সুখের কথা; আমি চল্লেম।

(প্রস্থান।)

মহেন্দ্র। এবার বোধ হয় আর যায় না; অতকরে

যখন Recommend করেছে তখন নিশ্চয়ই হয়েছে; ভোজ ও টাকার লোভ বড় লোভ। আরে টাকায় না হয় কি? টাকায় জাত পাওয়া যায়, ধার্ম্মিক হওয়া যায়, মান সম্ভ্রম পাওয়া যায়; পরের ছেলে টাকায় বাপ বলে, আপনার উপাধি ত্যাগ করে, আর আমি টাকায় Title পাব না এ কখনই হতে পারেনা। আমার Title এবার নিশ্চয়, As sure as I am standing here; এখন উপাধিটি হাতে পাওয়া চাই, তা হ'লেই সব ঠিক। নরহরি যদি টাকা আনৃতে না পারে তবেই গণ্ডগোল। চাঁদা সই করে টাকা দিতে পারব না, বা উপাধিপেয়ে টাকার জন্য নিতে পারব না এর অপেক্ষা দুঃখ আর নাই।

[নরহরির প্রবেশ।]

কিহে কিছু সুবিধা হ'ল?

নরহরি। আপনাকে কাল সই করে দিতে হবে।

মহেন্দ্র। তা দেব বৈকি; কত পেলে?

নরহরি। পাঁচ হাজার।

মহেন্দ্র। তোমার খাতায় জমা করে নাও।

নরহরি। যে আজ্ঞে।

মহেন্দ্র। চাঁদার খাতা এলে আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব তুমি দিও, আর যা বাকি থাকৃবে কিছুতে খরচ করো না, আমার রাজা খেতাবে খরচ হ'বে; এখন আমি চল্লেম।

(প্রস্থান।)

নরহরি। একি উপাধি না সমাধি! যে একদিন ধন-কুবের ছিল তাকে অর্থের জন্য পরের নিকট দাস খৎ লিখে দিতে হচ্চে এর অপেক্ষা দুঃখ আর নাই।

[তামাকু লইয়া রামার প্রবেশ।]

রামা। সরকার মহাশয়! তামাক খান।

নরহরি। দে; (স্বগতঃ) এই ভিটেয় বসে আর বোধ হয় বেশী দিন তামাক খেতে হবে না। এরকম করে টাকা গুলো না খরচ করে যদি আমাদের দিত, তা হ'লে কত উপকার হত বলা যায় না। আমি হ'লে দোলদুর্গোৎসব করে লোক জন খাইয়ে মনের সুখে দিন কাটাতাম।

রামা। তামাক খান, আমি বাবুর কাপড় গুলো ঠিক করে দিইগে।

(তামাকু দিয়া রামার প্রস্থান।)

নরহরি। বাবুর সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় এ সংসার হ'তে আমার অন্ন জলও উঠলো, টাকা কড়ি যা পাওনা আছে তা যে আর পাওয়া যাবে এরূপ বোধ হয় না, অথচ সহজে ছেড়েও যাওয়া যায় না; অনেক দিন অন্ন করে খেয়েছি এখন ছাড়্‌তেও প্রাণ যেন কেমন করে উঠে।

[দাসীর প্রবেশ।]

দাসী। এই যে সরকার মহাশয়, এরই মধ্যে একটা কেষ্ট বেষ্ট হয়ে পড়েছ। এই বল্‌লে টাকা নাই, আবার এখনই যে টাকার জাহাজ নিয়ে বসে আছ। বলি হাঁগ্যা,

গরীবদের আর কেন কষ্ট দাও। আমার বাকী টাকাগুলে দিয়ে দাও। আর মেইনে না পেলে গাঁয়ে ছেলে পিলে না খেতে পেয়ে সব মরে যাবে। তোমার দোহাই, হৈগো আমাকে দিওগো দিও।

নরহরি। আরে মাগী টাকা কোথাথেকে দেব ?

দাসী। দেখ সরকার মহাশয়, তুমি মাগী মাগী করো না বল্‌চি, বলি আমিও মুখ ধরব নাকি ? টাকা কি তুমি ঘরথেকে এনে দেবে, না বাবুর টাকা তুমি হাতে করে দিবে ?

নরহরি। আরে তুই রাগ করিস কেন ? টাকা থাক্‌লে তবেত দেব! এ বাবুব চাঁদার টাকা আর রাজা হওয়ার খরচ আছে।

দাসী। হক্‌গে তোমার রাজা হওয়ার টাকা।

নরহরি। সে আর শুনে কাজ নাই। যাই বেলাও হয়েছে ও রামা এই গুলো নিয়ে যায়।

(উভয়ের প্রস্থান।)

নরহরি। পৃথিবীতে খাটুনি না থাক্‌তো তো বড় ভাল হ'ত। আর দৌড়াদৌড়ি কর্ত্তে পারি নি। হা পরমেশ্বর! এতরকম কল কচ্চ, পায়ের কল একটা কর, তা হ'লে তোমার রামচন্দ্র বাঁচে। পোড়া পরমেশ্বর কালা হয়েছে, শুন্‌বে না, যাই, এগুলো নিয়ে যাই।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মহেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা।

সংবাদ পত্রহস্তে জ্ঞানদাবাবু
চেয়ারে উপবিষ্ট।

জ্ঞানদা। Birth day honours বেরিয়েছে; এবারের সংখ্যা কিছু বেশী। এবারে যে আর বিচার নাই দেখ্‌চি; আমাদের কীর্ত্তি-কুশল কি আছেন? এই যে Mohendra Narayan Rai রয়েছে মূর্খের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'ল, এবার হ'তেই এমন বংশের কূলেকালি পড়বে। Title Title করেই আমাদের দেশ পাগল; আরে তুই রাজা হলি, কিন্তু তোর অন্দরমহলে যদি একটা বাহিরের লোক চলে যায়, বারণ করে এমন লোকরাখবার ক্ষমতা আর তোর নাই, তোর রাজা হওয়া কেন? রাজা হবার জন্যে দুবেলা দুমুটো খাবার যে সঙ্গতি ছিল সাহেব ভোজ দিয়ে তাও তোর গেল, এখন তার কি করবি; কথাই "আছে নাম ডাক যার, সর্ব্বনাশ তার"; বাঙ্গালী মূর্খ তাই এই সর্ব্বনাশ ডেকে আনে।

[মহেন্দ্রনাথের প্রবেশ।]

মহেন্দ্র। জ্ঞানদা বাবু! Birth day Honours না বেরিয়েছে?

জ্ঞানদা। হাঁ।

মহেন্দ্র। নামটা আছে ত?

জ্ঞানদা। আছে বৈ কি? কেবল সাহেবপূজা করা নহে দক্ষিণেও কিছু হাত দিতে হবে।

মহেন্দ্র। কি রকম?

জ্ঞানদা। ব্যাপার বড় গুরুতর, খেতাবের খরচ ছাড়া আরো কিছু চাঁদা দিতে হয় তা জান, তার উপায় কিছু করেছ? আর কতগুলি টাকা আছে?

মহেন্দ্র। খেতাবের জন্য দেড়হাজার টাকা আছে; তাও তোমার কাছে বল্‌তে কি বাড়ী বন্ধক রেখে।

নেপথ্যে। বাড়ীতে কে আছেন?

মহেন্দ্র। কেও?

নেপথ্যে। মহাশয়! রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের কি এই বাড়ী?

জ্ঞানদা। হাঁ; কেন মহাশয়?

নেপথ্যে। তার সঙ্গে দেখা করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তিনি কি বাড়ী আছেন?

জ্ঞানদা। আছেন, আসুন।

[চাঁদার খাতা লইয়া একজন সরকারের

প্রবেশ।]

সরকার। আপনার নাম রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ?

জ্ঞানদা। না। ওঁর নাম।

সরকার। নারী-সম্মিলনী-সভার সম্পাদক অবলা বালা

বন্ধুর কাছ থেকে এসেছি, কিছু চাঁদা চাই। আপনি নূতন রাজা উপাধি পেয়েছেন শুনে সভাপতি বসু ঠাকুরুণ আমায় আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়াছেন; আর বলে দিয়াছেন, সকল নূতন রাজারা আমাদের সভায় কিছু কিছু দিয়াছেন।

জ্ঞানদা। দিয়াছেন তার প্রমাণ

সরকার। চাঁদার খাতায় সই।

জ্ঞানদা। এ সই তো সুন্দর বাজারের রাজার নহে ?

সরকার। আপনি বুঝি নূতন চাঁদার খাতা দেখচেন, অনেক রাজা আছেন, সই কর্ত্তেও জানেন না। টাকা আছে খরচ করে রাজা হয়েছে, কিন্তু লেখা পড়ার কাজ আমাদেরই কর্ত্তে হয়।

মহেন্দ্র। আপনি কাল আসবেন—বিবেচনা করে দেখি ?

সরকার। খাতায় সই করে দিন টাকা পরে দিবেন।

জ্ঞানদা। তা হবে না; এরকম অনেক খাতা আস্‌বে, অত টাকা কোথা হে ?

সরকার। আপনার সর্ব্বনাশ কি খেতাব পাবার পূর্ব্বেই হয়েছে তা আমরা মনেও করি নি, আমরা মনে করেছিলাম এখনও কিছু আছে তাই কাগজে নাম, না বেরুতে বেরুতেই এসেছি।

জ্ঞানদা। (স্বগতঃ) ঠিক বলেছে, আমাদের সর্ব্বনাশ আমরা আপনারাই কচ্চি, উঃ দুঃখের বিষয়।

মহেন্দ্র। (স্বগতঃ) আমার মত অনেকেই আছেন এও আমার এক সান্তনার বিষয়।

সরকার। মহাশয়! আমি টাকা চাইনা কিন্তু এ কুহকে আপনারো কেন পড়েন বুঝতে পারি না। আমি উপাধিধারী অনেকের কাছে যাই সকলেরই দেখি এই অবস্থা, দেনার জন্যে ব্যতিব্যস্ত, তথাপি উপাধির সম্ভ্রম রাখা চাই। হা উপাধি! কলির তুমিই সর্ব্বনাশের কারণ।

জ্ঞানদা। আপনি যা বল্লেন সকলি সত্য।

সরকার। শুধু সত্যি নয়, আমার চোকের দেখা। আপনারা বসুন আমি চল্লেম। সভাপতি ঠাক্রুণকে বলিগে যে সকল উপাধিই সমান।

(সরকারের প্রস্থান।)

জ্ঞানদা। মহেন্দ্র বাবু! এখন জগত ভাল করে দেখ্তে পাচ্চেন কি? এ পৃথিবীর যেখানে আড়ম্বর সেই খানেই মহাশূন্য, তাহার গর্ভে কিছু নাই কিছু নাই।

মহেন্দ্র। ভাই এখন ও কথা আর ভাল নয়; যাতে আমার মান সম্ভ্রম বজায় থাকে, তোমরা তাহার চেষ্টা কর।

জ্ঞানদা। তা সাধ্যমত চেষ্টা করবো। Title পাবে কবে?

মহেন্দ্র। বোধ হয় সত্বর একটা দরবার হবে সেই দরবারে পাব।

জ্ঞানদা। কত খরচ হ'ল।

মহেন্দ্র। সকলি দিয়েছি বাকি কেবল আমি। তোমাকে বল্তে কি এর উপর চাঁদা দিতে হ'লে আমি অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ হয়ে পড়ব।

[একজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।]

কে বাবু তুমি ?

জ্ঞানদা। চাঁদার খাতা আছে নাকি ?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে না; ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ; শুনলাম আপনার পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে, তাই আপনাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে এসেছি।

জ্ঞানদা। মহাশয়! শুক্‌নোগাছে আশীর্ব্বাদ কল্লে কি কোন ফল ফলে ?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে আপনাদের পক্ষে শুষ্ক হ'লে হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে পূরো রসবতী বৃক্ষ বা পয়ঃস্বিনী গাভি বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

জ্ঞানদা। রসবতী নীরস, পয়স্বিনী নির্জ্জীব হয়েছেন।

মহেন্দ্র। এখানে কিছু হবেনা বাবু! অন্য স্থানে দেখ।

ব্রাহ্মণ। সে কি মহাশয়! আপনি ধনকুবের; আপনার দান অদ্বিতীয়; আপনার ন্যায় ধনী রাজার ; কাছে পাব না ত কোথায় পাব ?

জ্ঞানদা। তাই বটে; ইনিও ত্রিপাদ ভূমি দিয়েছেন বাকি কেবল পাতালে যাও।

মহেন্দ্র। যাও যাও, এখানে কিছু হবে না। ওরে কে আছিস ব্রাহ্মণকে এখান থেকে নিয়ে যা। (স্বগতঃ) ওঃ আমি কি পাগল! চাকর বাকর ত আমার সকলি গেছে তবে কাকে ডাকচি!

জ্ঞানদা। (জনান্তিকে।) আপনি কাল আস্‌বেন; এখন যান।

ব্রাহ্মণ। বাবুর জয় জয়কার হ'ক। আমি চল্লেম।

(প্রস্থান।)

মহেন্দ্র। একি কথা জ্ঞানদা বাবু! কাল আস্‌তে বল্লেন কেন?

জ্ঞানদা। এখন ত যাক্।

[পোষ্ট পেয়াদার প্রবেশ।]

পোঃ পেয়াদা। এক খানা চিটি আছে মহাশয়।

জ্ঞানদা। কোথাকার চিটি দেখি, এইযে লাট সাহেবের দপ্তর থেকে এসেছে।

(পোষ্ট পেয়াদার প্রস্থান।)

মহেন্দ্র। দেখি এ আবার কি? (পত্রপাঠ) যা ভেবেছি তাই, দেড় হাজার টাকা চাই।

জ্ঞানদা। Title এর জন্য নাকি?

মহেন্দ্র। হাঁ; সর্ব্বনাশ আর কি?

জ্ঞানদা। এ সর্ব্বনাশ ত তুমিই ডেকে এনেছ; তার আর দুঃখ কল্লে কি হ'বে? প্রতিকার কর।

মহেন্দ্র। ভাই! কোথা পাব?

জ্ঞানদা। তার উপায় হ'বে ভেব না।

মহেন্দ্র। আর ভাই, আমি কি মূর্খ! লোভে পড়ে সর্ব্বস্ব হারালেম।

জ্ঞানদা। এ দোষ কেবল তোমার নয়; এ আমাদের জাতীয় দোষ; আমরা পরের যা দেখি তাতেই আমাদের লোভ হয়; তার দোষ গুণ বিচার না করে আমরা তাই পাবার জন্য, সেইরূপ সাজবার জন্য উন্মাদ, হয়ে পড়ি, শেষ সর্ব্বস্ব যায়। যাক্ এখন আর ও সকল ভাবলে কি হ'বে নিজের উপায় কর।

মহেন্দ্র। উপায় মৃত্যু ভিন্ন আর নাই।

জ্ঞানদা। দুঃখের সময় আর নাই, এখন বুক বেঁধে কাজ কর।

মহেন্দ্র। ভাঙ্গা বুক কি আর বাঁধা যায়।

জ্ঞানদা। চেষ্টা কর। (কিছুক্ষণ চিন্তার পর) তোমার যে এরূপ হ'বে তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম সেই জন্য তার উপায় ঠিক্ করেও রেখেছি। একায কল্লে দুবেলা খাবার যোগাড় হ'বে। তুমি Famine Relief fundএর chairman কে apply কর, তা হ'লে তোমার উপায় হ'বে। রাত্রি হয়েছে চল্লুম।

(প্রস্থান।)

মহেন্দ্র। এখন আমার যে অবস্থা হ'য়েছে তাতে শীঘ্র একটা উপায় স্থির না কল্লে বোধ হয় অনাহারে জীবন ত্যাগ কত্তে হবে লোকের তোষামদ করে চাকুরী আমার পক্ষে অসম্ভব। সে কার্য্য আমা হ'তে কখনই হ'বে না। আর বিশেষ রাজা বাহাদুর উপাধি পেয়ে চাকুরী করা বড় লজ্জার কথা। moreover I am immersed in debts; debts,

debts, nothing but debts. (পরিক্রমণ) একটা এমন উপায় স্থির কর্ত্তে হ'বে, যাতে debts গুলি শোধ হয়, মান বজায় থাকে। আমার ও অর্থাগম হয় (চিন্তা করিয়া) তাই করাই উচিত ; এতেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমি তাই করবো ; শুনেছি ভারতের dustএতেও পয়সা আছে, আমি ভারতকে নেড়ে পয়সা পাব না; দেখি কি হয়।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মহেন্দ্রনাথের লিখিবার ঘর!

মহেন্দ্র। কালের কি বিচিত্র গতি; একদিন আমি রাজরাজেশ্বর ছিলাম, ধনে কুবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলাম, কিন্তু আজ পথের ভিকারী। আজ উদরান্নের জন্য ব্যস্ত (পরিক্রমণ করিতে করিতে) ভিক্ষা কর্ত্তে পারি না; Title সে পথে আমার প্রধান প্রতিবন্ধক; এখন স্বদেশের দিকে দৃষ্টিপাত না কল্লে ও আমার আর নিস্তার নাই; আমি এখন বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় দেনায় বিদ্ধ হ'য়ে ছটফট কচ্চি। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) হাঁ তাই ভাল, যাতে এগিয়েছি তাতেই lunch করবো; তাতে দু'ই হবে; স্বদেশ-হিতৈষী লোক কৈ, স্বদেশের জন্য চেষ্টা করে এমন লোক কৈ? কাকেই বা বলি; স্বর্ণভূমি শ্মশান হ'ল; দেশের অবস্থা দিন দিন যে রকম হয়ে আস্‌চে তাতে ভারতের উন্নতির আশা করা বৃথা। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু তাই বলে কি আশা ত্যাগ করা উচিত, আমার বিবেচনায় কখনই নহে। লোকে বলে গায়ে জোর নাই দেশের উন্নতি হ'বে কিসে? এটা যে কতদূর ভ্রম তা বলা যায় না; রক্তে গা রাঙ্গা করবার

দরকার কি ? সে Brutalityর কি আর সময় আছে, এখন পুরো Ninteenth century, এখন pen is mightier than sword। দেশের উন্নতি কি নরহত্যায় হয় ? যা দেখ্‌লে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ি, তা কে করবে ? দেশে একতা স্থাপন কর, Self-Government system introduce কর, জাতীভেদ তুলে দাও, খাওয়া দাওয়ার বিচার তুলে দাও, বিধবার বিয়ে দাও বাল্যবিবাহ-প্রথাকে কাদার ন্যায় মাড়িয়ে যাও, দেখ্‌বে বীজ হ'তে অঙ্কুর যেমন আপনি হয়, দেশ তেমনি আপনি স্বাধীন হ'বে ; warfareএর কিছুমাত্র আবশ্যক নাই ; যারা পশু তারা মারামারি কাটাকাটি করুক। এতে সুবিধা হতে পারে—লেগেওছে ঠিক, বর্দ্ধমানের লোক গুলোও আমার মত খেতে পাচ্ছে না। ঝি আস্‌চে।

[দাসীর প্রবেশ।]

বিধবার একাদশী প্রথা কি ভয়ানক, এই প্রথা তুলে দাও।

দাসী। আজ একাদশীই হ'বে, বাড়ীতে খাবার কিছুই নাই তাই মাঠাকুরুণ পাঠিয়ে দিলে।

মহেন্দ্র। মা ঠাকুরুণ পাঠায়েছেন ত মাথা কিনেছেন আর কি ; কেন চাল কি ঘরে নাই ?

দাসী। থাক্‌লে কি আর বলি ?

মহেন্দ্র। তুই যাচ্ছিলি কোথায় ?

দাসী। যাব আর কোথাকে ; এইখানেই বল্‌তে এসেছি।

মহেন্দ্র। টাকা কি ঘরে নাই?

দাসী। বাড়ী প্রায় টাকার কল, যে বল্‌ছেন টাকা ঘরে নাই! অনেক দিন আছি বলেই না মাইনে পেয়েও খাট্‌চি, তা না হ'লে কবে চলে যেতুম। না খেতে পেলে থাকব কেন? আমরা খেতে এসেছি।

মহেন্দ্র। দাঁড়ানা দেশের উন্নতি করে টাকা নিয়ে আস্‌চি তা হ'লেই সব তৈয়ারি। আজ ডাক-পেয়াদা এসেছিল?

দাসী। কোথা তোমার ডাক পেয়াদা? বলি হ্যাঁ দাদাবাবু! রোজ রোজ তোমার কাছে কিসের টাকা আসে গা?

মহেন্দ্র। বর্দ্ধমানে বড়—ওই যে কি বলে ছিযাত্তর সাল হয়েছে, তাই লোকজন না খেতে পেয়ে মরে যাচ্চে; দেশের বড় বড় লোক আমার কাছে টাকা পাঠাচ্চে আমি যাব টাকা ছড়াব আর তাড়িয়ে দিয়ে আসবো।

দাসী। আকাল; হ্যাঁগা দাদা বাবু! মুটো মুটো টাকার ভয়ে কি আকাল পালায়? আচ্ছা যে টাকা আসে সে টাকা তুমি খরচ কর, মাকে লুকিয়ে বৌদিদি বাবুর বাপের বাড়ী যায় গয়না খালাস হবার জন্য। বলি হ্যাঁগা দাদাবাবু! পেটে খেলে আর গহনা পল্লে কি আকালের পেছু ফেউ লাগে?

মহে। তা হয় বৈকি টাকায় কি না হয়? (স্বগতঃ) এখন কি করি (চিন্তা করিয়া) দেখ দেশের লোক যখন

না খেতে পেয়ে হা হা কচ্চে তখন আমার আর খাওয়া কেন ?

দাসী। এই তোমার পেয়েদা এসেছে ?

[ডাক পিয়াদার প্রবেশ।]

ডাক পিয়াদা। মহাশয় দু'খানা money order আছে।

দাসী। আজ দুখানার কর্ম্ম নয়। পিয়াদা সাহেব দুখা-নার কর্ম্ম নয়, আজ বেশী চাই, আজ চাল পর্য্যন্ত নাই' আবার আর আর খরচ আছে ত।

মহেন্দ্র। (দাসীর প্রতি) তুই চুপ কর না; তোর অত কথায় কাজ কি ? কি বলব তুই স্ত্রীলোক তায় বিধবা তা না হ'লে দেখ্‌তিস ?

দাসী। হ্যাঁ দাদাবাবু! মারতে না কি ? তা আমার কপালে শেষ তাই আছে বটে, ছোটটি বড় কল্লাম এখন অদেষ্টে মার ছাড়া আর কি হবে ?

ডাঃ পিঃ। মহাশয় টাকা কটা গুণে নিন, আমার অনেক চিটী বিলি কর্ত্তে আছে। একটা করে সই করে দিন।

(টাকা দিয়া কাগজ লইয়া প্রস্থান।)

মহেন্দ্র। এই নে নগদ দুটো টাকা নিয়ে যা। যা যা আন্‌ত হয়, নিয়ে আয়।

দাসী। এখন রইল আট টাকা, বৌদিদিবাবুর আর ও থেকে কিছু হ'ল না।

মহেন্দ্র। আরে তুই বক্‌চিস্ কেন? যা না।

(দাসীর প্রস্থান।)

এ উপায় বড় মন্দ নয়, ঈশ্বর জুটিয়ে দেন। (চিন্তা করিয়া) আবার বোধ আমায় শুক্‌নো পাতার ন্যায় Provincial fund এর জন্য দেশে দেশে ভেসে বেড়াতে হ'বে। পাড়াগাঁর জমীদার গুনো যেরূপ মূর্খ তাতে যদি আমি Title ওয়ালা জান্‌তে পারে তাহ'লে তাদের বাড়ীতে পা দিলেই টাকা। এবার আর এক উপায় কর্ত্তে হ'বে; এইবার থেকে দশটাকা জমা বার চেষ্টা কর্ত্তে হ'বে; আর তা না কল্লে অন্য কোন কার্য্য কর্ত্তে সাহস হয় না। chill penury ঠিক কথা—কোন কাজ করবো কি; Titleই আমার সর্ব্বনাশ করেছে। একটা বড় গোল আছে টাকা গুলো আবার কাগজে ছাপিয়ে দিতে হয়; ঐটে কোন রকমে বন্ধকরে দেওয়া যায় তা হ'লে বড়ই ভাল হয়। But ah past all surgery (পরিক্রমণ করিতে করিতে) আপাততঃ দুটো একটা dress না কল্লেই নয়; কারণ title উপযোগী মানরাখা ত উচিত। এই টাকা আরও কিছু নিয়ে একটা order দিলেই হ'বে। fund এর হিসাবটাও অনেকদিন দেখা হয় নি; আবার চারদিক বজায় রাখাওত চাই। রমেশ রমেশ! (নেপথ্যে।) আজ্ঞে যাই—।

[দপ্তর লইয়া রমেশের প্রবেশ।]

মহেন্দ্র। টাকার হিসেব তুমি কিছুই রাখছ না; তোমার গাফিলির জন্য আমার কলঙ্ক হ'বে দেখ্‌চি।

রমেশ। আমার গাফিলি ?

মহেন্দ্র। হাঁ, তোমার নয় ত কি আমার ?

রমেশ। আমি এই ফণ্ডের জন্যই মাহিনা পাচ্চি; এতেই আমার পরিবার খেতে পাচ্চে; মহাশয়ের কাজে আমি কেন গাফিলি করবো; টাকা আপনার কাছেই আসে, আপনি খরচ করেন, আপনি না বল্লে আমি কি লিখ্‌বো ?

মহেন্দ্র। কথায় তোমার কাছে পারা যাবে না।

রমেশ। আপনি ওকথা বল্‌বেন না; আপনি মনিব আমি চাকর, আমি কি আপনার সহিত তর্ক কত্তে পারি ?

মহেন্দ্র। তোমার speech আমি শুন্‌তে চাইনি; আমি Committee তে তোমার কথা তুলবো।

রমেশ। আজ্ঞে তা হ'লেই আমার সর্ব্বনাশ। আমার পরিবার না খেতে পেয়ে একেবারে মারা যাবে।

মহেন্দ্র। সে দিনকার খরচ গুলো লিখেছ ?

রমেশ। আজ্ঞে কবে কার ?

মহেন্দ্র। পরশুকার।

রমেশ। (খাতা দেখিয়া) দশ টাকা বাজার খরচ লেখা আছে।

মহেন্দ্র। তুমি যে আমার সর্ব্বনাশ করবে দেখ্‌চি; fund এর খাতায় বাজার খরচ কি ?

রমেশ। আজ্ঞে সেদিন যে আপনি নিলেন ?

মহেন্দ্র। নিলুমই বা; তোমাতে আমাতে সেটা একট tacit contract হৈত না; তোমার কি উচিত খাতায় বাজার খরচ বলে লেখা ?

রমেশ। আজ্ঞে তবে কি লিখবো ?

মহেন্দ্র। Advertisement খরচ বলে লিখবে।

রমেশ। যে আজ্ঞে।

মহেশ। মনে রেখ ; দেখ ভুলো না। আমি এখন চলেম ; বোধ হয় আজিই আমি মফঃস্বলে যাব।

(মহেন্দ্র নাথের প্রস্থান।)

রমেশ। ওরে কে আছিস তামাক দিয়ে যা। তুমি এখন যেথা ইচ্ছে যাও; আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই ; তুমিও যেমন দু'হাতে খরচ কচ্চো আমিও কিছু কম কর্চ্চি না, বাবা একি চাকুরি ! কি বল্‌বো এতে বেশ দু'পয়সা পাওনা আছে তাই এত করে পায়ে হাতে ধরে আছি তা না হ'লে কবে ছেড়ে দিতুম। এখন পেট্‌টা মোটা হয়ে পড়েছে অল্প পয়সায় বড় ভরে না।

[একদিক দিয়া তামাক লইয়া একজন চাকরের প্রবেশ অপরদিকদিয়া দাসীর প্রবেশ।]

চাকর। তামাক্ খান

দাসী। আরো থাম গো। এ নেখনটা পড় ; তারপর তামাক খেও।

রমেশ। ওকি দেখি, (স্বগতঃ) আজ মন্দ সুযোগ নয়, এ সুযোগে আমারও কিছু নিতে হ'বে টাকা গুলো

এই রকমেই ত খরচ হয়ে গেল। fund সব মিছে নাকি ? এ টাকার হিসেব দেবে কেমন করে ? আমি ত দুদিন বাদেই পালাব ! (প্রকাশ্যে) এই টাকা নে।

দাসী। দাড়াও গো কন্না কর্ত্তে কর্ত্তে চলে এসেছি আঁচলটা পাতি কি জানি যদি পড়ে যায়।

(টাকা লইয়া দাসীর প্রস্থান।)

রমেশ। এই নে হুঁকো নে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শয়নঘর।

অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় মহেন্দ্রনাথ ধূমপানে নিযুক্ত।

মহেন্দ্র। এবার কোথায় যাই, কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চিনি ? আর দেশের জন্যেইবা কি করা উচিত, আজও ভেবে উঠ্‌তে পারিনি। (চিন্তা করিয়া।) দশহাজার টাকা এরই মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু খাতায় তার কিছুই নাই। দশহাজার টাকা যে কোথায় গেল বল্‌তে পারিনি। আমি ত জেনে শুনে এক পয়সা খরচ করিনে তবে fundএর টাকা কোথায় যায় ? টাকার তো হাত পা নাই, যে ভোঁ করে চলে যাবে। রমেশ নিশ্চয়ই না বলে খরচ করেছে, কিন্তু এ রকম না বলে খরচ কল্লে কি দেশের কোন উপকার হবার সম্ভা-

বনা আছে ? কখনই নয়। ভারতমাতা এখন বুড়ো হয়েছে, চোকে ছানি পড়েছে, হাতপায়ে জোর নাই; সে চেহারা নাই, সুতরাং আগে অনেক টাকার দরকার; ডাক্তার, ডাক্তার খানা, পথ্য নানা রকমে খরচ আছে। সুতরাং টাকা না হলে সব শূন্য ; সবই কালেখাঁর কামান।

(চক্ষু মুদিত করিয়া শয়ন।)

[কমলমণির প্রবেশ।]

কমল। আহা, থাক্ থাক্ বাছা আমার একটু জিরুক, খেটে খেটে বাছা আমার আধখানা হয়ে গেছে। শরীর একেবারে নাই বল্লেই হয়। সেই কোথাকার ভারতের মা আছে, বাছা আমার তার জন্যে পাগল। বলি সে মাগী-রই বা বাঁচবার দরকার কি? বুড়ো হয়েছিস্ ধর্ম্ম কর্ম্ম কর আর মর, সব চুকে যাক্। তা নয় আমার বাছাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাচ্চে, যেন বাছাকে আমার ভূতে পেয়েছে।

মহেন্দ্র। তুমি আবার এখানে কেন? তোমার কাজ তুমি করগে।

কমল। বাবা তুই শুয়ে আছিস বলে তোকে একবার দেখ্তে এলুম। দেখ, মার প্রাণ ছেলের জন্যে যে কি হয় তা ছেলে কি বুঝতে পারে ?

মহেন্দ্র। না, আমর তা বুঝবার দরকার নাই; তুমি মিছে বকিও না। যাওনা ঝি টাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলচ কেন? যাওনা ঝাঁটপাঁট যা দিতে হয় দাওগে

না। দাসী চাকুরী কত্তে এসেছে তাকে এত খাটান কেন ?

কমল। তোর সংসারে খাট্‌তে এসেছি, খেটে যাচ্ছি।

মহেন্দ্র। তোমার জন্যে রাজতক্তা কোথায় পাব ? না খাট্‌লে খেতে পাবে কেন ? এটা তোমার চাকরী বিশেষ।

কমল। আমি তোর সংসাবে ঝির অধম।

মহেন্দ্র। কি বলব, তুমি পতিহীনা নারী তা না হ'লে, আমি সকল বাধা অতিক্রম কোবে—

কমল। বাবা রাগ করিস কেন ? আমি তোর মা, সেই ভারতের মা-ই তোর বড় হ'ল ? আমি তোর মা হযে ভেসে গেলুম, আব সে পবেব মা হয়ে বড় হল ?

মহেন্দ্র। হাঁ, হাঁ, হাঁ, যে তোমার মা, আমার মা, সে বড় নয়ত কি ? তোমাব সঙ্গে আমার কিঞ্চিত মাত্রও Sym-pathy নাই।

কমল। সে কি বাবা! আমার মা যে তোর দিদিমা হয় ? বলি হ্যাঁ মহেন্দ্র! শিম্‌পাতা তোর কি হবে বাবা ? তুই শিম্‌পাতা শিম্‌পাতা কচ্চিস কেন বাবা, তোর পায়ে কি বেদনা হোয়েছ ?

মহেন্দ্র। না, না, না, এই জন্যেই স্ত্রী শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন ? Nasty giberish.

কমল। গিরিশ ডাক্তারকে কেন ? কার অসুখ কোরেছে বাবা ?

মহেন্দ্র। তোমার।

কমল। কৈ বাবা আমার ত কিছুই হয়নি।

মহেন্দ্র। তুমি আমার ঘর থেকে বের হও, আর না যাও I shall have recourse to some hasrher measures. আমি দেশের জন্যে ভাবচি, একটা কতবড় theory solve কচ্চি, তা একটু ভাবা নাই, আর উনি কিনা আমাকে আত্তিযত্ন কত্তে এলেন। তুমি দেখচ ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়ে পড়ে। তোমার ও সকল কথার দরকার কি? তোমার খাটবার সম্বন্ধ খাট, থাক বস্‌। যাদের সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ, তার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার না কল্লেই গোল হয় দেখচি। তুমি খাটবে আর সংসারে ঘুরে বেড়াবে। বিখ্যাত রামপ্রসাদ বলেগেছে—মা গো ঘোর তুমি চোকঢাকা বলদের মত। ঠিক কথা, আমি তা করিনি বলেই তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা।

কমল। না হয় তাই কর। বাবা বৌই কি তোর বড় হল?

মহেন্দ্র। যদি তাই হয়, তাতেই বা আপত্তি কি। Shakespeare বলেছেন:—

"Of all the blessings in this life is a good wife,
Bad one is the bitterest curse of human life."

কবিবাক্য বেদ সমান, স্ত্রী সর্ব্বদেবময়। সে কালে একটা স্ত্রীলোকের জন্য Trojan war হ'য়ে গেল। এটা বলাই তোমার Tom foolery; যাই হউক, তোমার উচিত হয় না একটা ভদ্রলোকের মেয়ের অন্যায় নাম করা; তিনি তোমার জন্যে সদাই উন্মাদিনী।

কমল। সেই জন্যই এখনও বেঁচে আছি। বৌ মা আছেন তাই এত কষ্ট সহ্য হচ্চে।

মহেন্দ্র। Very good, না সহ্য হয় অপর যায়গায় যাও, তাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই; বরং আমি সুখী হব। ভারতমাতার উন্নতির পথ পরিষ্কার হবে। All glory be to Heavens, যদি তোমার মত কাঁটা পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, আমি তা হলে চোকবুজিয়ে Evil spirits এর effigy পোড়াতে পারি তা তুমি জান ?

কমল। আজ যদি আমার মরণ হয় তা হ'লে আর কাল চাইনি। তা জেন্ত পোড়াবি কেন ? আর দিন, কতক বাদে তোর ইচ্ছে পুরবে।

মহেন্দ্র। Good Heavens আমার সে দিন কবে আসবে ? এখন আমার সুমুখ থেকে যাও। যে হেতু আমার রাগ ক্রমে বাড়ছে।

(কমলমনির প্রস্থান।)

স্ত্রী-শিক্ষা বিলাতের ন্যায় কবে freely আমাদের দেশে introduce হবে, কবে এই illiterateদের সংস্কার হবে ?

[রাজরাণীর প্রবেশ।]

রাজরাণী। কি হয়েছে, তুমি মাকে অত ধমকাচ্ছিলে কেন ? দেখ তোমার বড় অন্যায়, তুমি যে দেশ দেশ করে ক্ষেপে উঠেছে মা সেই দেশ অপেক্ষা বড় তা জান ?

মহেন্দ্র। তোমার কথাও আমার বিশ্বাস হলো না। তোমার প্রমান কিছু আছে যাতে তুমি তোমার কথা substantiate কত্তে পার? মানুষ চৌদ্দপো বৈ নয় কিন্তু ভারতমাতাব Measurement আজও হয় নি; ভূগোলকারেবা একেবারে হেরেগেছে বল্লেই হয়। আচ্ছা, তুমিই বল দেখি মা অপেক্ষা স্ত্রী বড় কি না?

রাজরাণী। কখনই নয়, স্ত্রী দুশো পাচশো হ'তে পারে কিন্তু মা গেলে আর হবে না।

মহেন্দ্র। এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল। বাবাও যদি দুশো পাঁচশো বিয়ে করে যায় তা হ'লে? অল্প শিক্ষাই দেখ্‌চি ভারতের dependent হবার প্রধাণ কারণ। আমি জানতাম তুমি একটু লেখাপড়া শিখেছ কিন্তু এখন দেখ্‌চি সেটা আমার ভ্রম, তুমি খালি দাশুরায়ের পাঁচালি পড়েচ।

রাজরাণী। আমি ত মূর্খ বটেই, কিন্তু তুমিই বল দেখি মার চেয়ে আর বড় কে? আর মনে মনে ভাব দেখি তোমার জন্য তিনি কিনা কষ্ট পেয়েছেন?

মহেন্দ্র। তোমার প্রথম questionএর উত্তর, মারচেয়ে গুরু Hamilton, চেন তাকে? যার মস্তো Philosophy আছে। দ্বিতীয় answer, স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রীর অপেক্ষা কষ্ট বোধ হয় কাহারও নাই, কারণ, তাহাকে একাদশী কর্ত্তে হবে। যত দিন না ঐ কুপ্রথা উঠে যায় ততদিন স্ত্রীর চেয়ে কষ্ট বোধ হয়, আর কারও নাই।

রাজরাণী। মা জগতেরগুরু, তোমার বইওয়ালা তাঁর কাছে কোথা লাগে।

মহেন্দ্র। আমি তোমার কথার সম্যক উত্তর দিতে পারতেম কিন্তু এখন আমি disabled হোয়ে পড়েছি। তুমি বোধহয় শুনে থাক্‌বে, যে টাউন হলে দাঁড়িয়ে আমি বড়বড় বক্তৃতা করে থাকি। তুমি একবার তামাক দিতে বল দেকি। আমি steam করেনিয়ে আমার যা বল্‌বার তা বলচি।

রাজরাণী। আচ্ছা আমি ঝিকে ডেকেদিয়েদেখিগে মা কি কচ্চেন।

(গমনোদ্যত।)

মহেন্দ্র। তা হবেনা, তুমি চলে গেলে disabled ছেড়ে একেবারে unfit for further service হয়ে যাব।

রাজরাণী। আচ্ছা তোমাকে আমি কত দিন বলেছি ইংরিজি আমাদের কাছে বলো না, তবু তুমি বল্‌তে ছাড় না। যা বুঝিনি তা বলবার দরকার ?

মহেন্দ্র। বনেরপাখী খাঁচায় পুরে, লোকে তার সাম্‌নে রাধাকেষ্ট বলে কেন ? যদি শুনেও শিখ্‌তে পারে। আমারও তাই উদ্দেশ্য।

রাজরাণী। আমরা কি পাখী নাকি ?

মহেন্দ্র। তোতা, খাও দাও আর হরিনাম কর।

রাজরাণী। আমি যাই, মা খেলেন কিনা দেখিগে।

(প্রস্থান।)

মহেন্দ্র। ওঝি, ঝি ওঝি।

নেপথ্যে। ওগো, কেনে গো; আমরা কি খাব দাব না?

মহেন্দ্র। তামাক দিয়ে যা।

নেপথ্যে। রইও গো, খাচ্চি।

মহেন্দ্র। জগতে অর্থই অনর্থের মূল; আজ যদি দেশের জন্যে না ভেবে মার জন্যে ভাবি: দেশের জন্যে চাঁদা আদায় না করে মার জন্যে চাঁদা আদায় কর্ত্তে পারি তা হ'লে মার আদরেরে ছেলে হ'তে পারি; কিন্তু তাকি আমার দ্বারা সম্ভবে? আমার ঘাড়ে যে মহৎকায় আছে তাতে আমার কি অন্য কিছু ভাববার অবসর আছে? আমি স্বদেশের জন্য জীবন তোফা রকমে দিতে পারি, কেননা তা হ'লে লোকে আমাকে martyr বল্‌বে; কিন্তু মার জন্যে প্রাণটা বিখোরে হারালে হয় কথামালার একটা গল্প হব বৈত নয়? ছোঃ আমি "বাঘ ও বকের" সঙ্গে থাক্‌বো। কথনই নয়।

[রাজরাণীর প্রবেশ।]

রাজরাণী। তুমি অত বক্‌চ কেন? মাকে তো আমি কোন মতেই খাওয়াতে পাল্লেম না; তুমি একবার যাওনা।

মহেন্দ্র। দেশ ফেলে আমি মার জন্যে সময় বৃথা নষ্ট কর্ত্তে পারিনি; খিদেপায় কাকেও বোল্‌তে হবে না; আপনি খাবে, না হয় প্রত্যহ পুরো একাদশী কর; সে

কুপ্রথা যতদিন আছে কর, তার পর তুলে দিলেই যে খাওয়া তাই।

রাজরাণী। দেখ মা না খেলে আমার কোন কর্ম্মই হচ্চে না, তুমি একবার দুটো মিষ্টি কথা বলে এস তা হ'লেই তার রাগ যাবে।

মহেন্দ্র। দেশকে এক্‌লা ফেলে আমি যেতে পারিনি। তুমি রাগ কল্লে যেতে পাত্তেন কিন্তু এতে আমি condescend কর্ত্তে পারিনি।

রাজরাণী। দেখ মা গেলে আর মা পাবে না।

মহেন্দ্র। দেশ গেলেই যে দেশ পাব তার প্রমাণ ?

রাজরাণী। তোমার পায়েপড়ি তুমি একবার যাও, আহা! তাঁর কষ্ট দেখে আমার কান্না পায়।

মহেন্দ্র। কোন মতেই নহে।

রাজরাণী। যাই, আমিই মার পায়েধরে কাঁদিগে, তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করিগে।

(প্রস্থান।)

মহেন্দ্র। আগে স্ত্রীশিক্ষা না একাদশীর উপর লেক্‌চার দেব ? আবার মাঝে থেকে একতা উঁকি ঝুকি মাচ্চেন, এখন কাকে রেখে কাকে নি। একতাই যখন সমাজের মূল তখন আগে একতার প্রতি লক্ষ করা আবশ্যক যদি দেশে একতার বীজ বপন কর্ত্তে পারি তা হ'লে দেশ ত আমার। দেশের লোক যে দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ বলে খেপেছে সেটা ত সবই মিছে, আমার নিজের দুর্ভিক্ষ না হ'লেই হলো, তারপর

সব লোক মরে মরুক; এত ঈশ্বরের নিয়ম, অতলোক বাঁচলে জন্মভূমীর ভারবৃদ্ধি হ'বে, ভারতমাতা এখন বুড়ো সুতরাং যত লোক মরে, খেয়ে না খেয়ে, পুড়ে, ডুবে তাতে ত আমারই ভাল। পয়সা কম খরচ, পরিশ্রম অল্প হবেমাত্র। এখন দেশের সংস্কার আবশ্যক, দেশকে ভাল করে কু-আচার হ'তে পরিষ্কার করা আবশ্যক, and for that I must begin from the beginning কথায় আছে charity begins at home, আমিওতাই করবো। ছেলে থেকে আরম্ভ করবো, কারণ তারাই ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবের স্থল। যাই আমার উপর যখন এতবড় একটা গুরুভার আছে তখন আমার চুপ করে থাকা ভাল নহে; যাই।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

PROVINCIAL FUND ASSOCIATION ROOM.

পতাকাহস্তে তিনজনছাত্র দণ্ডায়মান।

১ম ছা। একতাই আমাদের বল; এই একতাবলে আমরা জন্মভূমীর মুখোজ্জ্বল করবো, দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি, উন্নতির উন্নতি করবো। তোমরা একবার আলস্য ত্যাগকরে জলন্ত রকমে চেয়ে বল জয় ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়।

২য় ছা। ভাই! এই করেই কি চুপ করে থাকবি ?

১ম ছা। উঁ হুঁ; বিধবার বিয়ে দবো; তোদের আর কি কি আছে বল্‌না।

৩য় ছা। বিধবা নাম ভারত থেকে তুলে দেব।

২য় ছা। ভাই বাল্যবিবাহটা বাকি থাকে কেন ? ওটা ধরাধরি করে তুলে ফ্যাল না।

১ম ছা। আমি কি সব মনে করে বল্‌বো নাকি ? তোরা দুটো একটা মনে করে বল্‌না।—

৩য় ছা। তবে আমি বিযে দেওয়া প্রথা তুলে দেবে, ওতে অনেক খরচ ? তোদের কি মত ?

১ম ছা। তা হ'লে যে বড় গোল হবে, একতা থাকে কৈ।

২য় ছা। ঠিক্ বলেছিস্ ও vote টা lost হযে গেল।

১ম ছা। ওই আমাদের Horatius বাবু আস্‌চেন, এখন সেই গান টা গা।

[পতাকাহস্তে মহেন্দ্র বাবুর প্রবেশ ও বালক-গণের সমস্বরে গাহিতে আরম্ভ।]

"মিলে সবে ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।"

ইত্যাদি।

মহেন্দ্র। একতাই আমাদের মূলমন্ত্র। আমরা দেশে

দেশে, জেলায় জেলায়, পাড়ায় পাড়ায় মুটো মুটো করে দু হাতে একতা ছড়িয়ে দেব দেখ্‌ব দেশ উদ্ধার হয় কিনা; দেশের উন্নতি হয় কিনা? বালকগণ! বন্ধুগণ! ভারতেরভবিষ্যৎমুখরক্ষকগণ! আজ তোমাদের বল পরীক্ষা হ'বে। ভারতের evil spirit এর effigy আজ তোমাদের ধ্বংস কর্ত্তে হবে। তোমবা একবার সাহস জড় কর, বুক বাধ, অগ্রসব হও, তাদের দগ্ধ বিদগ্ধ কর; সেই পরীক্ষার দিন আজ তোমাদেব সমুপস্থিত। আজ তোমরা জয়ী হইলে দেশের সকল evils একবারে নষ্ট হয়ে যাবে। একবাব উঠে পড়ে লাগ; তা হ'লেই তোমরা laurels পাবে।

পটপরিবর্ত্তন।

[অন্ধকারে কাগজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া।]

১ম ছা। ঐ রে ভূত, পালা পালা।

মহেন্দ্র। আরে না না ভূত নয় ভূত নয়; তোমরা কর কি, ভূত নয়, ভূত নয়, পালিও না। তোমরা চেয়ে দেখ তোমাদের কোন ভয় নাই; এই effigy যদি পোড়াতে পার তা হ'লে তোমাদের পথ বড় পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোমরা একটু সাহস বাঁধ, ভারত মাতার জন্য একটু সহ্য কর, আমার কথা শোন। একবাব চেয়ে দেখ এই সময় দগ্ধ কর, সময় হয়েছে দগ্ধ কর দগ্ধ কর।

সকলে। ও Horatius বাবু! আমরা তা পারবো না; আমরা তা পারবো না।

মহেন্দ্র। পারব না বল্‌তে নাই, তোমাদের Dictionary থেকে ঐ কথা টা কেটে দাও গে।

১ম ছা। তুমি দাও গে Horatius বাবু, আমি কাটতে পাববো না, পোড়াতেও পাববো না। আমাব গা কাপচে।

মহেন্দ্র। ভয কিসেব, ভযকে কখন মনে স্থান দিও না। ভযকে মনে স্থানদিলে ভাবতেব ভবিষ্যৎ উন্নতিব বড় ব্যাঘাত। তোমবা বুকবাধ অগ্রসব হও, ভাবতমাতা কে আব টিপে মেবেফেলনা।

১ম ছা। আমাব ভারতউদ্ধাবে কাজ নাই (জনান্তিকে) ঐ না একটা আলো দেখা যাচ্চে চল আমবা পালাই।

বালকগণেব প্রস্থান।

মহেন্দ্র। ভযেব জন্য ভাবত দিন দিন অধঃপাতে যাচ্চে, বিজাতীযলোক এসে মারবুকেব ওপব বসে মাকে হা কোত্তে দিচ্চে না। হায, হায় ! এই জন্যেই কবি Lear চোক তুলে ফেলে দিযেছিলেন। কাজেই, একি চোকে দেখা যায। দেখি যদি আব কোন উপাযে দেশের কু-আচার নষ্ট কত্তে পারি। ছেলে গুলোকে আবার ভজাতে হবে। যাই হোক দেশেব উন্নতি করা আমাব চাই।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দরদালান।

কমলমনি ও রাজরাণী।

কমল। এর চেয়ে মরণ ভাল; বৌমা তুমিই বল দেখি রোজ রোজ একটু একটু মরা অপেক্ষা, মা হয়ে ছেলের কাছে রোজ রোজ অপমান হওয়া অপেক্ষা এক দিন মরা ভাল নয়?

রাজরাণী। মা আপনি দুঃখ করবেন না; আপনার ছেলে পাগল হোয়েছে, তাই আপনার সম্মান করে না; মার সম্মান কেমন করে কর্ত্তেহয় তা আপনার ছেলে শিখে নাই।

কমল। বাছা! তা আমি জানি, সেই জন্যেই ওর সর্ব্বস্ব গেল এখনও কি হয় তা বল্‌তে পারি না, প্রাণে বেঁচে থাক্‌বে কিন্তু ওর কপালে বড় কষ্ট আছে, তা আমি তোমাকে বল্লুম।

রাজরাণী। মা আপনি রাগকরে অভিশাপ দেবেন না, আপনার অভিশাপে আমার অদৃষ্ট পুড়ে যাবে।

কমল। না বাছা! তোর মুখ পানে চেয়ে আমি সমস্ত দুঃখ ভুলেছি, তুমি আমার লক্ষ্মী তোমার কপালে ওমন কুলাঙ্গার কেন হ'ল?

রাজরাণী। মা আপনার পায়ে ধরি আর কিছু বলবেন

না। (স্বগতঃ) স্বামী স্ত্রীলোকের দেবতা, সেই দেবতার নিন্দা আমি শুনৃছি। পরমেশ্বর আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুণ।

(প্রকাশ্যে) মা! শোবেন চলুন, রাত্রি অনেক হয়েছে।

কমল. চল মা চল। বাছা! আমার মনের শান্তি ত কিছুতেই হয় না। শুলে প্রাণ যেন আরো জ্বলে।

[উভয়েব প্রস্থান।]

জ্ঞানদাবাবুর প্রবেশ।

জ্ঞানদা। কৈ কাকেও যে দেখ্‌তে পাচ্চিনি? এঁরা সব কোথায় গেলেন? ও ঝি, ঝি?

নেপথ্যে। ক্যা গা? ওগো কেনে ডাক্‌চ?

জ্ঞানদা। একবার এই দিকে আয়?

[দাসীর প্রবেশ।]

দাসী। ক্যানে গা?

জ্ঞানদা। তোদের বাবু দিন কতকের জন্যে বিদেশে গেছেন, তাই তোদের বল্‌তে এলুম। (স্বগতঃ) কথাটা বলা হবেনা। কেমনকরে জিজ্ঞাসা করি তোমাদের খাবাব কিছু আছে কিনা? জিনিষ পত্র কিনে পাঠিয়ে দিলে আবার গোল আছে; যাই হউক মহেন্দ্রের কাছে যখন শপথ করেছি যতদিন সে জেলে থাকবে ততদিন তার পরিবার আমি প্রতিপালন করবো। হতভাগার কপালে এতও ছিল, শেষ তবিল ভেঙ্গে জেলে গেল, উঃ কি ভয়ানক! (প্রকাশ্যে) দেখ্‌ তোর মাঠাকুরুণকে এই

দশটি টাকা দিস্, আর বলিস্ যে মহেন্দ্র বাবু দিয়ে গেছে।

দাসী। হাঁ গা! বাবু কত দূর কে গেছে?

জ্ঞানদা। অনেক দূর; এক মাসের ভেতর আস্‌বে না।

দাসী। ওমা কি বল গো! একমাস কি দশ টাকায় চলে? তা বাবুর এই বিবেচনাই বটে।

জ্ঞানদা। না, কেবল দশ টাকা কেন? আবার টাকা পাঠিয়ে দেবে বলেছে, দুএকদিন বাদে আমিই দিয়ে যাব।

দাসী। হঁ্যাগা! এবার যে মাঠাক্‌রুণের নাম করে পাঠিয়েছেন?

জ্ঞানদা। তবে কাকে টাকা দেন?

দাসী। টাকা আমাদের বাবু কাকেও দেন না। মা ঠাক্‌রুণ খেতেপান না বলে, বৌদিদিবাবু বাপের বাড়ী থেকে টাকা আনিয়ে মাঠাক্‌রুণকে খাবার কিনে দেন।

জ্ঞানদা। (স্বগতঃ) তাই এই দুর্দ্দশা; এ দেখেও লোকের জ্ঞান হয় না, তবুও মাবাপকে তুচ্ছ করে; তাঁদের অপমান করে। (প্রকাশ্যে) এখন তিনিত এখানে নাই, তাই তোমার মা ঠাক্‌রুণের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন—

দাসী। তবু ভাল; আমরা মনেকরেছিলাম কলিকালে ছেলেরা বুঝি মা বাপ কে মান্য কত্তে হয় তা জানেনা।

জ্ঞানদা। তা জানে বই কি; সকলে কি সমান হয় গা?

দাসী। তা বটে ত।

জ্ঞানদা। আমাদের দুঃখ যে আমরা মা বাপের সেবা

কত্তে পেলাম না। অল্প বয়সে দু জনেই মরে গেলেন, সব দুঃখ মনে রহিল।

দাসী। আহা! বুড়ীকে যদি দেখ গা! কেঁদে কেঁদে একেবারে গেছে, তার আজ যদি মরণ হয় ত বাঁচে।

জ্ঞানদা। (স্বগতঃ) মহেন্দ্র! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোর আজও হয় নি; তোর এই সব কথা শুনে তোর মুখদর্শন করা দূরে থাক তোব ভিটে মাড়াতেও ইচ্ছা করে না; কিন্তু কি করবো, তোর কাছে প্রতিজ্ঞা কারেছি তাই এসেছি। মাংসাহাবীজীব তোর মাংস এখনও খাইনি কেন? তোব টাইটেল, তোর লেখাপড়া নরকে যাক্। (প্রকাশ্যে) দেখ, আমি চল্লেম, যদি এর মধ্যে কিছু দরকার হয় আমার কাছে যেও, ভুলো না; আর টাকা তোর মাঠাক্‌রুণেব কাছে দিগে যা।

দাসী। তামাক খাবে বাবু! ও: তামাকওত নেই যে দেব, তা আমি চেয়ে এনে দিচ্চি, আপনি একটু বস।

জ্ঞানদা। না তার দরকার নাই আমি চল্লেম।

(প্রস্থান।)

দাসী। আহা! জ্ঞানদা বাবু বড় ভাল বাবু; কেমন কথা, ভদ্রলোকেরছেলে তাই মা বাপের জন্যে দুঃখ কল্লে, আর আমাদের বাবু মাকে দেখ্‌লেই দূর ছাই কচ্চেন। যাই মা ঠাক্‌রুণকে টাকা গুলো দিইগে, তবু বুড়ীর আহ্লাদ হ'বে।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজ পথ।

[পুলিস কনেষ্টেবল কর্ত্তৃকধৃত মহেন্দ্রনাথের প্রবেশ।]

মাহন্দ্র। বাবা। আব মারিস্‌নে, আমার বোধ হ'চ্চে আমার হাডকখানা ভেঙ্গে গেছে।

প্র ক। তুই না বাজাবাহাদুব আছে তাই, আপনাব নাম রাখিয়েছে; টাকা চোরি করিয়েছে, আবি তো মিঠাই নেই খাযা, থানা মে চলোত বহুত মিঠাই মিলেগা।

মহেন্দ্র। বাবা। আর মেঠাই খাওয়াতে হবে না, যে খাজা খেয়েছি তাই আগে হজম করি তার পব মেঠাই।

দ্বি ক। আরে মাৎ মাবো জি, ভদ্র আদমি হ্যায, এক কাম হো গিয়া, বাস্তাসে লে যাতা, এত্‌না আদমি লোক দেখতা হ্যায, ওই বহুত হুয়া, উসিসে উ মরগিযা, দেখত সবম্‌সে মু উঠাতা নেই।

প্র ক। নেহি জি, ভদ্রহোকে কম্পনিকারাজা হোকে, যো আদ্‌মি ঠক্‌লাতা উনকো ভদ্র কোন বোলতা; উ ত চামার হ্যায়।

দ্বি ক! নেহি ভাই মারও ম্যাত, এসি লে চলো।

মহেন্দ্র। আপনার কর্ম্মফলে আমি আপনিইএই সর্ব্ব-

নাশ কল্লেম ; টাইটেল পাবার আশায়, সমস্ত বিষয় নষ্ট কল্লেম যখন নাম কেনবার জন্য চাঁদা দিতেম, মা কত বারণ করেছেন, বন্ধুরা কত বারণ করেছেন, কাহারও কথা শুনিনি। আমি টাইটেল পেলাম বটে কিন্তু সেই টাইটেল আমার কাল হোল। আমার খাবার সংস্থান পর্য্যন্ত ও গেল। আমি উপা-য়ান্তর না দেখে ভণ্ডদেশহিতৈষী হলেম, মনে করেছিলাম Title কে ভিক্ষের ঝুলি করেও যদি আমার উপজীবিকা চলে, কিন্তু এখন দেখচি আমার সকলিই ভ্রম। টাইটেল পেয়েও চাঁদার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলাম। শেষ আমার দুর্দ্দশা এতদূর হবে তা আমি স্বপ্নেও জানিনি। দর্শকগণ! বন্ধুগণ! আমার ন্যায় আপনাদের মধ্যে যদি কেহ টাইটেল পাবার আশা করে থাকেন, তা ত্যাগ করুণ, যদি কেহ ভণ্ডদেশহিতৈষী থাকেন, সে আশাও মনেমনে জলাঞ্জলি দিন, এ পথে আর অগ্রসর হবেন না। আমাদের মত লোকের টাইটেল কেন? রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায়, K.C.I.E. C.I.E. সামসুলসালাম দুই দিনের জন্য ; আমরা খেতে পাইনে ইংরাজ আমাদের টাই-টেল দিয়ে কেবল সর্ব্বনাশ কচ্চেন তাই পাবার জন্য আমার ন্যায় কেহ চেষ্টা করবেন না। সে আশা ত্যাগ করুণ, আমাকে দেখে এই শিক্ষালাভ করুণ।

প্র ক। চল বে চল।

(প্রস্থান।

যবনিকা পতন।